১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি

- ❑ হাম শিশুদের অপুষ্টির অন্যতম কারণ।
- ❑ শিশুর বয়স ১০ মাসে পড়লেই হামের টিকা দিন।
- ❑ ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্য শুধু বুকের দুধই যথেষ্ট

একীভূত বি সি সি ইউনিট

স্বাস্থ্য শিক্ষাব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

ডি.এফ.পি- ১৭৭৭৩-১২/৮/৯৯

কম পুঁজিতে অধিক মুনাফা!

সহজে বিশ্বাস হওয়ার কথা এটি নয়। ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক ঠেকলেও আসলে কিন্তু সত্যি। সর্বক্ষেত্রে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য লাগে না বিরাট অংকের কোন পুঁজি। অল্প খরচে কম শ্রমে ঝুঁকি ছাড়াই যে অর্জন করা যায় অধিক মুনাফা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। যারাই নিকট অতীতে এ কর্মসূচীতে বিনিয়োগ করেছে তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয়, তারাই পেয়েছেন বছরের পর বছর প্রচুর মুনাফা। হয়েছেন লাভবান।

বর্ষাকাল। এখনই কিন্তু বৃক্ষরোপণের উৎকৃষ্ট সময়। বৃক্ষরোপণের জন্য আপনাকে খরচ করতে হবে না খুব বেশী কিছু কিংবা করতে হবে না পরিশ্রম হাড়-ভাঙ্গা। ধারেকাছের নার্সারী থেকে সুলভে কিনুন ভাল জাতের চারাগাছ এবং পরিকল্পিতভাবে তা রোপণ করুন নির্বাচিত স্থানে। আপনার একটু আদর-যত্নেই আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে চারাগাছটি এবং একপর্যায়ে তা পরিণত হবে মূল্যবান বৃক্ষে।

ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত এই সময়ে পেতে থাকবেন আপনি গাছের কাছ থেকে একের পর এক অনেক কিছু - ঝরাপাতা, ছেঁটে ফেলা ডালপালা, ফুল ও ফল - যা শুধু আপনার চাহিদাই মেটাবে না বরং বাড়তি আয়ের পথও সুগম করবে। পরিণত বয়সে গাছ কেটে ফেলার পর বিক্রয় করে আপনি যে টাকা পাবেন তাতে লাঘব হবে আপনার দুঃখ-দুর্দশা, দূর হবে অভাব-অনটন। আসবে সংসারে স্বচ্ছলতা। সুখের মুখ দেখবেন আপনি ও আপনার আপনজনেরা।

এত কিছুর পরও কি এই ঝুঁকিবিহীন কর্মসূচীতে আপনার পুঁজি খাটাবেন না? যত জলদি খাটাবেন টাকা এই কর্মসূচীতে, তত তাড়াতাড়ি করবেন ফল ভোগ।

বিশ্বাস না হলে, গাছ লাগিয়ে একবার পরখ করেই দেখুন না। ঠকবেন না মোটেই। হবে না কোন লোকসান আপনার। শুধু লাভ আর লাভ। আর চাই কি?

জানার কিছু থাকলে আজই যোগাযোগ করুন ধারে-কাছের বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে। তাঁর কাছ থেকে পাবেন প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সবধরনের সহযোগিতা।

গাছ অধিক মুনাফার গ্যারান্টি

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

ডি.এফ.পি- ১৭৭৬৫-১২/৮/৯৯

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

[মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি]

বিষয় ঃ নতুন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন।

আপনি জানেন কী

০১। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ-বছরের বাজেটে নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনা হয়েছে ঃ

- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত/তাপানুকূল রেলওয়ে সার্ভিস [সেবা কোড - এস-০৩৬.৩০]
- স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটর [সেবা কোড - এস-০৩৯.২০]
- তৈরী পোশাক বিক্রয় কেন্দ্র [সেবা কোড - এস-০৪১.০০]
- হেলথ ক্লাব ও ফিটনেস সেন্টার [সেবা কোড - এস-০৪৬.০০]
- খেলাধুলা আয়োজক [সেবা কোড - এস-০৪৭.০০]
- পরিবহন ঠিকাদার [সেবা কোড - এস-০৪৮.০০]
- রেন্ট-এ কার সার্ভিস [সেবা কোড - এস-০৪৯.০০]
- আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর [সেবা কোড - এস-০৫০.০০]
- ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম [সেবা কোড - এস-০৫১.০০]
- শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী [সেবা কোড - এস-০৫২.০০]
- বোর্ড সভায় যোগদানকারী [সেবা কোড - এস-০৫৩.০০]
- উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী [সেবা কোড - এস-০৫৪.০০]
- ভূমি বিক্রয়কারী [সেবা কোড - এস-০৫৫.০০]
- ঋণপত্র সেবা প্রদানকারী [সেবা কোড - এস-০৫৬.০০]
- বিদ্যুৎ বিতরণকারী [সেবা কোড - এস-০৫৭.০০]

০২। আপনি যদি উল্লেখিত এক বা একাধিক সেবা প্রদান করে থাকেন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ণওভার যদি *২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে* হয় তাহলে আপনাকে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। আর যদি আপনার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ণওভার ২০ লক্ষ টাকার নীচে হয় তবে টার্ণওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হতে হবে।

০৩। একজন সচেতন করদাতা হিসাবে নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে অবিলম্বে যোগাযোগ পূর্বক আপনার জন্য প্রযোজ্য সেবা কোডের বিপরীতে নিবন্ধন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নবর্ণিত ফোন নম্বর সমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

[মোবারা খানম]
দ্বিতীয় সচিব
(মূসক: পরি: ও প্রত্যর্পণ)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

ফোন ঃ ৪০৫১৯৮, ৪০৬৪১৬
৮৩৮১২০ # ৩০৬, ২৪৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৩৬১৪৩

[উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন, আদায় সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি]

যে সকল ক্ষেত্রে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন, আদায় করা হয় বা তা করার বাধ্যবাধকতা আছে সে বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থাসহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে ঃ

০১। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত সেবা সমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত সেবার বিপরীতে সেবা গ্রহণকারী বা কমিশন পরিশোধকারী বা আদায়কারী কর্তৃক সেবা মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তন বা আদায় পূর্বক তা "১/১১৩৩/০০০০/০৩১১" খাতে সরকারি ট্রেজারীতে জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষ তা বুক ট্রান্সফারের মাধ্যমেও জমা করা যাবে ঃ

ক্রমিক নং	সেবা প্রদানকারী	সেবার কোড	নীট মূসকের হার (মোট মূল্যের উপর)
১.	মোটর গাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ	এস-০০৩.১০	৪.৯৫%
২.	ডকইয়ার্ড	এস-০০৩.২০	৪.৯৫%
৩.	নির্মাণ সংস্থা	এস-০০৪.০০	৪.৫০%
৪.	ছাপাখানা	এস-০০৮.০০	৪.৫০%
৫.	ইভেন্টিং সংস্থা	এস-০১৪.০০	১৫%
৬.	কনসালটেন্সি ও সুপারভাইজরী ফার্ম	এস-০৩২.০০	৫.২৫%
৭.	ইজারাদার	এস-০৩৩.২০	১৫%
৮.	যোগানদার	এস-০৩৭.০০	৩%
৯.	পরিবহন ঠিকাদার	এস-০৪৮.০০	১৫%
১০.	বোর্ড সভায় যোগদানকারী	এস-০৫৩.০০	১৫%
১১.	ঋণপত্র সেবা প্রদানকারী	এস-০৫৬.০০	১৫%

০২। ০১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সেবাসমূহ ব্যতীত অন্য কোন সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী যেই হোক না কেন সরকারি বা বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন বা আদায়ের কোন বিধান করা হয়নি। উল্লেখ্য উক্ত অনুচ্ছেদের ক্রমিক নং *৯ থেকে ১০ পর্যন্ত বর্ণিত সেবার উপর ১৯৯৯ সালের ১০ই জুন থেকে মূসক আরোপিত হয়েছে।*

০৩। উৎসে কর্তনের বা আদায়ের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি তা করতে ব্যর্থ হলে যিনি সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধ করেছেন সে ব্যক্তির নিকট থেকে ২ শতাংশ অতিরিক্ত করসহ উক্ত কর এমনভাবে আদায় করা হবে যেন তিনি মূসক আইনের অধীনে একজন সেবা প্রদানকারী। এছাড়া বর্তমান বাজেটে উৎসে আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর কর্তন/আদায়ের ২ (দুই) মাসের মধ্যে সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তন/আদায়কারী ব্যক্তি, কর্তিত মূসক জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে *সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা ব্যক্তিগত জরিমানা করতে পারবেন মর্মে বিধান করা হয়েছে।*

[মোবারা খানম]
দ্বিতীয় সচিব
(মূসক: পরি: ও প্রত্যর্পণ)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

ফোন ঃ ৪০৫১৯৮, ৪০৬৪১৬
৮৩৮১২০ # ৩০৬, ২৪৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৩৬১৪৩

ডি.এফ.পি- ১৭৭৬০-১২/৮/৯৯